

শিক্ষায়তনে জঙ্গিবাদ রোধে প্রধানমন্ত্রীর ৭ নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক >

শিক্ষাদানে জঙ্গিবাদী তৎপরতা মোকাবিলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সাত দফা নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নির্দেশনায় সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার, অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন, প্রাত্যহিক সমাবেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী কাউন্সেলিং, জঙ্গিবাদ ও মাদকবিরোধী বিলবোর্ড স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

শিক্ষাসচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌক্তিক কারণ ছাড়া কোনো শিক্ষার্থী দুই সপ্তাহের বেশি সময় অনুপস্থিত থাকলে তার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে হবে। নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন নিশ্চিত করাসহ প্রাত্যহিক সমাবেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী কাউন্সেলিং করার উদ্যোগ নিতে হবে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী অ্যাডভোকেসি নিয়মিতভাবে করার উদ্যোগ নিতে হবে। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক প্রভৃতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের করণীয় বিষয় নির্ধারণ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে বিলবোর্ড আকারে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে আদর্শিকভাবে মোকাবিলার জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণ

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

শিক্ষায়তনে জঙ্গিবাদ রোধে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

করতে হবে। নিয়মিত ও বাধ্যতামূলকভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা, স্কাউটিং ও স্জনশীল কর্মকাণ্ডভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। নিয়মিত অভিভাবক-শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী সমাবেশ আয়োজন করতে হবে। মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদে উৎসাহিত হওয়ার মতো কোনো বিষয় যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাক্রমে মানবিকতাবোধ সৃষ্টির উপাদান সংযুক্ত করাসহ শিক্ষার বিভিন্ন ধারাকে যতদূর সম্ভব একীভূত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক ফরিদ আহাম্মদ স্বাক্ষরিত একটি চিঠির মাধ্যমে এসব নির্দেশনার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। দ্রুত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে নির্দেশনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বাস্তবায়নবিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ আদেশ জারি করেছে। নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য আগামী ২২ আগস্টের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে মন্ত্রণালয়ের অধিশাখাগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।